নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২ পৃ : ১-১৯
© ২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞানের 'সংকটের' স্বরূপ ঃ সাম্প্রতিক প্রবণতাসমূহ[১]

মু. মুজীবুল আনাম* ও জহির আহমেদ**

১. ভূমিকা

এই প্রবন্ধটি নৃবিজ্ঞান[২] জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ ক্ষণসমূহ বিশ্লেষণের একটি দ্রুত দৃষ্টিপাত[৩]। নৃবিজ্ঞানের শুরু থেকে গত প্রায় একশ' বছরে এই জ্ঞানকাণ্ডের যে বহুবিধ প্রবণতা লক্ষ করা যায় তার ক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবণতাসমূহকে অনেকে নৃবিজ্ঞানের বিদ্যাজাগতিক 'সমস্যা' কিংবা 'সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান (যেমনঃ Grimshaw and Hart, 1993; Ulin, 1991)। নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা এই প্রবণতাগুলোকে 'সংকট' হিসেবে দেখছি না বরং এই প্রবণতাগুলো আমাদের কাছে বৈশ্বিক পরিসরে নির্দিষ্ট সময় থেকে উৎসারিত বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচিত। আমরা বিশ্বাস করি যে 'ক্রান্তীকালীন' সময় কিংবা 'উত্তরকালীন' সময় কোনটিই চূড়ান্ত নয়, এটি আপেক্ষিক। নৃবিজ্ঞানের যে বহুবিধ প্রবণতাসমূহ (নৃবিজ্ঞানের রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতা, নারীবাদী ভাবনা, উত্তর- আধুনিক চিন্তা প্রভৃতি) বর্তমানে আমরা লক্ষ করি তা কোনভাবেই নৃবিজ্ঞানের 'সংকট' নয় বরং এই বহুবিধতা জ্ঞানকাণ্ডের শক্তি, এই বিবেচনাটি এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়।

ভূমিকা ছাড়া প্রবন্ধটির আরো পাঁচটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে সত্তর দশকের দিকে নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি জিজ্ঞাসা নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সত্তর দশকের বিতর্কের ধারাবাহিকতায় 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরাও যে রাজনীতির (টেক্সটচুয়াল) বিষয়টিকে এথনোগ্রাফি রচনায় মুখ্য স্থান দিয়েছে তার আলোচনা রয়েছে। কীভাবে প্রথাগত নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে প্রবন্ধের এ অংশে তা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ১৩৪২।
ইমেইলঃ labib303@hotmail.com
** অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ১৩৪২।
ইমেইলঃ zahmed69@hotmail.com

দেখাতে চেষ্টা করেছি নৃবিজ্ঞান কিভাবে দার্শনিক, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডে ব্যবহৃত 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। 'উত্তর-আধুনিক' ভাবনায় প্রভাবিত কিছু কিছু নৃবিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞান চর্চার স্থানিকতার উপর গুরুত্বারোপ করে উত্তরের আধিপত্যশীল নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের বিপরীতে দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানের (Anthropology of the South) প্রস্তাব করেন, আলোচনার তৃতীয় অংশে সে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। দক্ষিণের নৃবিজ্ঞান প্রস্তাবনায় খণ্ডিত নৃবিজ্ঞান সামগ্রিক নৃবিজ্ঞান চর্চার পরিপন্থি বলে অনেকে প্রশ্ন তোলেন এবং নৃবিজ্ঞানকে খণ্ডিত বা বহুবিধতার মাধ্যমে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রবন্ধের চতুর্থ অংশে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞানের কাঠামোর সন্ধান বিষয়ক প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে 'বহুবিধ নৃবিজ্ঞানে'ও একজন নৃবিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবলয়ের উর্ধ্বে নয় এবং তা ঐ নৃবিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পুরো প্রবন্ধে গত প্রায় একশ বছরের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষণসমূহ পর্যালোচনা করে এটি বলা যায় যে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই একটি অপরটির বিকল্প নয়। বরং এ ধরনের ভিন্নতা জ্ঞানকাণ্ডটির বিকাশের পথে মসৃণ না হলেও বঙ্কিমতার মাধ্যমে বহুমুখীনতার জন্ম দিয়েছে।

২. নৃবিজ্ঞানে রাজনীতি জিজ্ঞাসার সূত্রপাত

নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশ কখনই একরৈখিক ছিল না, এটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব, এবং প্যারাডাইমের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। নতুন তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি আসার কারণে অনেকেই এটিকে নৃবিজ্ঞানের 'সংকট' বলে অভিহিত করেন। যেমন: ৮০'র দশকের পর উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানের টেক্সুয়াল ধারা, মূল ধারার নৃবিজ্ঞান কিংবা চিরায়ত নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। 'উত্তর-আধুনিক' ধারায় মাঠকর্মের রাজনীতি, গবেষকের রাজনীতি এবং এথনোগ্রাফি রচনাশৈলী কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা হিসেবে সামনে আসে (ক্লিফোর্ড ও মারকুস, ১৯৮৬)। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায় এ ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক 'সংকট' নতুন নয়। যেমন: ১৯৬৯ সালে ডেল হাইমস্ এর 'Reinventing Anthroplogy', ১৯৭৩ সালে তালাল আসাদ সম্পাদিত 'Anthropology and the Colonial Encounter'- এই দু'টি গ্রন্থ নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদী ও ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে রচিত। একটি সামাজিক পরিসরে রাজনৈতিক যে ক্রিয়াশীলতা তা ম্যালিনোস্কির নৃবিজ্ঞান চর্চায় ধরা পড়ে না। হাইমস নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিসরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পর্কের মাধ্যমে কীভাবে উপনিবেশিত দেশের সমাজ, সংস্কৃতি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয় তা তালাল আসাদ সম্পাদিত গ্রন্থটির (১৯৭৩) মূল সুর। এই গ্রন্থের অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীগণ নৃবিজ্ঞানের ঔপনিবেশিক চরিত্র, গবেষণার ধরন এবং সমাজ-সংস্কৃতির স্থিতি যেভাবে বজায় রাখা হয় তার রাজনীতি উদ্‌ঘাটন করেছেন। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর কারণে নৃবিজ্ঞানের অধীত বিষয়গুলোর প্রবেশাধিকার থাকে। আসাদ যেমন বলেছেন,

> The colonial power structure made the object of anthropological study accessible and safe because of it sustained physical proximity between the observing European and the living non-European became a practical possibility. It made possible the kind of human intimacy upon which anthropological fieldwork is based, but ensured that intimacy should be one-sided and provisional (1973:17)।

নৃবিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিক অভিঘাত সর্ম্পকে আসাদের আলোচনার ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Genealogies of Religion গ্রন্থে। নৃবিজ্ঞানের বিকাশকে তালাল আসাদ আধুনিকায়নের প্রকল্প (পাশ্চাত্যকরণ) বলতে চান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'বস্তুগত' এবং 'নৈতিক অগ্রগতি'। তবে এ প্রকল্পে রয়েছে বহুবিধ এজেন্ট যারা পরিপূর্ণ ভাবে সার্বভৌম না। এই প্রকল্প, যা ইউরোপে দুই শতাব্দী আগে যাত্রা শুরু করে, ইতিহাস নির্মাণে মানব সত্তার প্রত্যয়টিকে উদ্দেশ্যগত (teleological) রূপ দিয়েছে। আসাদের মতে সাদামাটাভাবে পাশ্চাত্য হচ্ছে প্রাচ্যের বিপরীত এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক ঐতিহাসিকতা। পাশ্চাত্যের আধুনিকায়নে নানানমুখী ঘাত-প্রতিঘাত আছে, যার ব্যাপ্তি 'গ্রিক' 'রোমান', 'হিব্রু' এবং 'খ্রিস্টীয়তা', 'রেঁনেসা' 'সংস্কার' ও 'অখণ্ড সভ্যতার' মধ্যে দিয়ে। তবু এদের একটা অন্তঃমিল হচ্ছে এই যে এদের একটি জৈবিক (organic) ধারাবাহিকতা রয়েছে। তাই বলা যায় যে, হেগেলীয় মিথের মত পাশ্চাত্য কোন অখণ্ড সত্ত্বা নয়। পাশ্চাত্য হচ্ছে অসংখ্য আকাংখা, অনুশীলন/চর্চা, বহুবিধ ডিসকোর্সের পদ্ধতিগত রাস্তা। আসাদ যেমন বলেছেন, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির একক কোন সমন্বিত রূপ নেই, নেই কোন স্থায়ী পাশ্চাত্য পরিচিতি কিংবা নেই কোন পাশ্চাত্য চিন্তার একক ধরণ। তবে যেটি রয়েছে তা হচ্ছে একক সমষ্টিগত পরিচিতি যার মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিকতার জন্ম দিয়েছে, যা অন্য থেকে ভিন্ন 'a singular colective identity defines itself in terms of a unique historicity in contrast to all others' (আসাদ, ১৯৯৩: ১৮-১৯)। আসাদ বলতে চান যে, স্থানিক মানুষ

যেভাবে আধুনিকতায় যুক্ত হচ্ছে অথবা তাকে প্রতিরোধ করছে তা বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানকে গভীর অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ জরুরী। কারন পাশ্চাত্যের বিস্তৃতিজাল মতাদর্শের চেয়েও বেশি কিছু। আর তার জন্য করণীয় হচ্ছে 'to graps it peculiar historicity, the mobile powers that have constructed its *structures, projects and desires.'* (আসাদ, ১৯৯৩: ২৪, গুরুত্ব আমাদের দেয়া)

এই সূত্র ধরে আসাদ বলছেন যে আধুনিক ইতিহাসে নৃবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ দুইভাবে ঘটেছে। প্রথমত: ইউরোপীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের পেশাগত অস্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন তৈরী হয়। দ্বিতীয়তঃ আলোকবর্তিকা (enlightenment) যুগের স্কীম অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানের প্রত্যয়গত ক্ষেত্র (যাকে অনেকে আধুনিকতা বলেছেন) তৈরি হয়েছে। কেবলমাত্র ইউরোপ এবং অইউরোপের অভিঘাতের ফল হিসেবে নৃবিজ্ঞান সৃষ্ট নয়। বরং এই জ্ঞানকাণ্ডটি তার অধ্যয়নের বিষয়ে যে প্রত্যয়সমূহ ('অ-আধুনিক', স্থানীয়, 'ঐতিহ্যবাহী') ব্যবহার করে তা আধুনিকায়নের বৈসাদৃশ্যমূলক ধারনায়ণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। তিনি আরো বলেন যে, নৃবিজ্ঞান ঔপনিবেশিক লিগ্যাসির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে।

একইভাবে এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৭৮, ১৯৮৯, ১৯৯৩) শুরুর দিকের নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার সমালোচনা করে বলেন এ ধরনের গবেষণা 'প্রাচ্য'কে অধঃস্তন (inferior) হিসেবে এবং পাশ্চাত্যকে আধিপত্যশীল (superior) হিসেবে নির্মাণ করে। সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন (cultural studies) জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে সাঈদ নৃবিজ্ঞানের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, নৃবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক তত্ত্বে পরিবেশনের সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ, এই পরিবেশন রাজনীতি প্রেক্ষিত বির্বজিত (১৯৮৯:৫৬-৫৭)। সাঈদের কেন্দ্রীয় আগ্রহ হচ্ছে নৃবৈজ্ঞানিক চর্চা, এথনোগ্রাফী রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করা এবং এ রাজনীতির ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক সম্পর্ক তুলে ধরা যার থেকে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ড উদ্ভুত[৪]। আসাদ ও সাঈদ ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী নির্মিতির অনুশীলন হিসেবে 'আধুনিক' নৃবিজ্ঞানের যে তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রত্যয়গত কাঠামো গড়ে উঠেছে তার সমালোচনা করেছেন। ফলতঃ নৃবিজ্ঞান একটি জটিল ঔপনিবেশিক সম্পর্কের বাতাবরণে সৃষ্ট হয় যার প্রভাব পড়ে এথনোগ্রাফি রচনায় (আহমেদ ও খান, ২০০৫)।

আসাদ এবং সাঈদ যেভাবে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব এবং এথনোগ্রাফিক পরিবেশনের সমস্যার কথা বলেছেন তার একটা সমাধানের পথ বাতলে দেন 'উত্তর-

আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা, যাকে বিকল্প জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান হিসেবে অনেকে চিহ্নিত করেন। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে 'উত্তর-আধুনিক'[৫] অবস্থা (যাকে Morris: 1993, 'state of crisis' কিংবা 'of epistemological turmoil' হিসাবে অভিহিত করেছেন[৬]) পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে কি করে এই বিকল্প প্রস্তাবনাও পরিবেশনের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না।

৩. 'উত্তর-আধুনিক' ঘরানায় নৃবিজ্ঞান: টেক্সটের অন্তঃ ও আন্তঃ রাজনীতি

'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা প্রথাগত নৃবিজ্ঞান চর্চার কর্তৃত্ব, গবেষণার বিষয় তথা জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'উত্তর-আধুনিক' বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ এই তিনশ বছরের বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যে প্রশ্নগুলো 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা তুলেছেন তা নীৎশে, হাইডেগার এবং পরবর্তীতে ফুকো, দেরিদা, লিওতার্দ ও রোট্রির ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। যেমন: সত্ত্বার ঐতিহাসিকতার উপর গুরুত্বারোপ, কার্টেসীয় অধিবিদ্যার সমালোচনা ও পরিবর্তনশীল সাবজেক্ট (transcendental subject), সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি এই দ্বিমাত্রিকতার সমালোচনা ব্যাখ্যানবাদী (hermeneutic) বোঝাপড়ার গুরুত্ব, সামাজিক অভিজ্ঞতা (জগৎ সংসার) যে কোন তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি এই ধারণায়ন, যান্ত্রিক যুক্তি সমস্যার স্বরূপ এবং বিজ্ঞানকে সত্যের সাথে এক করে দেখার সমস্যা- এই বিষয়সমূহ (দার্শনিকদের উত্থাপিত) 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা তাদের আলোচনায় গুরুত্বের সাথে নিয়ে আসেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীদের পূর্বেও অনেক নৃবিজ্ঞানী এবং সামাজিক বিজ্ঞানীরা উপরে উত্থাপিত বিষয়গুলো বিগত একশ বছর ধরে চিন্তাভাবনা করছেন। যেমন- নব্য কান্টীয় চিন্তক দিলথি এবং বোয়াস, বিবর্তনবাদী চিন্তক মার্কস ও তার অনুসারী যারা হেগেলীয় ধারায় প্রভাবিত, বাস্তববাদী যেমন- ডিইড এবং মীড, সর্বোপরি অনেক সামাজিক বিজ্ঞানী। একইভাবে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ড সর্বদাই সমালোচনামুখর ছিল অধিবিদ্যা, লোগোসেন্ট্রিজম এবং জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে[৭]।

নৃবিজ্ঞানে 'উত্তর-আধুনিক' ধারণায়নটি টেক্সাসের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু নৃবিজ্ঞানী যাদেরকে 'Rice Circle'[৮] বলা হয়, তারা শুরু করেন। এদের মাঝে স্টিফেন টাইলর, জর্জ মারকুস এবং মাইকেল ফিশার অন্যতম। পরবর্তীতে এই ঘরানায় আরো কিছু মার্কিন নৃবিজ্ঞানী পরীক্ষামূলক এথনোগ্রাফির (experimental ethnography) মাধ্যমে এথনোগ্রাফির বিশেষ ধরনের 'টেক্সটচুয়াল' চর্চা শুরু করেন (পল রাবিনো, ভিনসেন্ট ক্যারপানজানো, জেমস্ ক্লিফোর্ড প্রমুখ)। নৃবিজ্ঞানে 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' কী এবং কেন এটি নিয়ে এত হৈ চৈ তা আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। যেখানে বলা হচ্ছে যে 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানে 'প্রথাগত' জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটন করতে চায় সেখানে দার্শনিক নির্ভর 'উত্তর-আধুনিক' ভাবনাজগতের সাথে নৃবিজ্ঞানের 'উত্তর-আধুনিকতা' কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? কারণ চিত্রকলা, স্থাপত্যবিদ্যা কিংবা সঙ্গীতবিদ্যায় যেভাবে 'উত্তর-আধুনিকতা' ব্যাখ্যা করা হয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। এই জিজ্ঞাসা আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি করে: নৃবিজ্ঞানে 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' বলতে কী বোঝায়? 'উত্তর-আধুনিকতাবাদে'র কোন একক কর্তৃত্বশীল সংজ্ঞা নেই (যদিও কোন কোন নৃবিজ্ঞানী এই অস্পষ্টতা সমাধান করতে চান কেবলমাত্র লিওতার্দের 'উত্তর-আধুনিকতা' সম্পর্কে একটি সংজ্ঞাকে উল্লেখ করেন- 'মহাবয়ানে অবিশ্বাস' ('incredulity towards metanaratives')। কাজেই নৃবিজ্ঞানে 'উত্তর-আধুনিকতা' কোন ঢং-এ পরিবেশন করা হয় তা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে[৯]।

জেমস ক্লিফোর্ড এথনোগ্রাফির নতুন বর্ণনার কথা বলেন। যে বর্ণনায় থাকবে কাব্যিকতা, আত্মগত বিশ্লেষণ, যার মাধ্যমে টেক্সটচুয়্যাল উপস্থাপনা রক্ষিত হবে। ক্লিফোর্ডের যুক্তি হচ্ছে, প্রথাগত নৃবিজ্ঞানের এথনোগ্রাফিক বর্ণনা হচ্ছে 'আংশিক সত্য' ('partial truth'), যে সত্যের মাঝে বাস্তববাদ (realism)[১০] অতিমাত্রায় অঙ্কিত, যা কেবল বিভ্রম (illusion) তৈরি করে যেখানে গবেষণা থাকে নির্ধারিত। গবেষণা এলাকা বা মাঠ হচ্ছে বৃহত্তর পরিসর হতে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ, যেখানে তথ্যকে মনে করা হয় সংরক্ষিত এবং তা তুলে আনার বিষয়। নৃবিজ্ঞানী থাকেন পর্দার আড়ালে। তিনি তার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে একটি ভূমিকা লিখেন যে ভূমিকায় থাকে নানান ধরনের মজার মজার ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। ভূমিকার দৃশ্যপটের পর পরই নৃবিজ্ঞানী অদৃশ্য[১১] হয়ে যান। টেক্সট-এ সরব উপস্থিতি থাকে বেছে বেছে নেয়া উত্তরদাতাদের কেইস স্টাডি।

'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা বলতে চান 'বস্তুনিষ্ঠ' এথনোগ্রাফী তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ গবেষক কে? তার পরিচয় কী? গবেষণার বিষয়টিই বা কেন 'উন্নয়ন' 'স্থানিক জ্ঞান' বা 'নারীর ক্ষমতায়ন'- এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত -এই সব কিছুই রয়ে যায় অনুচ্চারিত বা অনুল্লেখিত। দৃষ্টবাদী[১২] প্যারাডাইমের বিপরীতে 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে নৃবিজ্ঞানীকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে পাঠককে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে। যেমন অনুধ্যান সংক্রান্ত (ontological) প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কে? তার গবেষণার বিষয় কী? কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) প্রশ্নে, তার বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান ধারণা কোন পরিবেশে গড়ে উঠেছে এবং তিনি কেন তার গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেছেন?

এমন কি তার গবেষণাটি কোন অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি যে বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত তার বিবরণও এথনোগ্রাফিতে[১৩] থাকা জরুরি।

Writing Culture প্রকাশিত হবার পরপরই নৃবিজ্ঞানে এর বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। স্টিভেন স্যাংগার (১৯৮৮) 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীদের reflixivity, polyphonic এবং dialogue এর প্রকৃতি সম্পর্কে এথনোগ্রাফারের কর্তৃত্বশীল চিত্র তুলে ধরেন। প্রথাগত নৃবিজ্ঞান সমর্থন করে reflixivity সম্পর্কে 'উত্তর-আধুনিকতাবাদী'দের বিপক্ষে অবস্থান নেন। এই অবস্থানে আমরা লক্ষ্য করি অপর আর এক নৃবিজ্ঞানী জোনাথন স্পেনসার (১৯৮৯) এর অলোচিত প্রবন্ধ 'Anthropology As a kind of Writing'এ। স্পেনসার বলেন যে, 'উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা' সঠিক ভাবে প্রথাগত নৃবিজ্ঞানিদের 'essentialism' (অপরিহার্যকরণ) কে অভিযোগ করেছেন কিন্তু সমভাবে তারাও আবার প্রেক্ষিত নির্ভর রাজনীতিকে বিযুক্ত করে কেবল টেক্সচুয়াল রাজনীতির কথা বলেছেন, যাকে তিনি 'ethnographic essentialism' বলছেন।

স্পেনসার এর যুক্তির ধারাবাহিকতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে রিচার্ড ফক্স সম্পাদিত Recapturing Anthropology (১৯৯১) গ্রন্থে। ফক্স সম্পাদিত এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের বেশ কিছু প্রত্যয় এবং পদ্ধতি জ্ঞানকাণ্ডটির মূল প্রেরণার (spirit) পরিপন্থি। চিরায়ত নৃবিজ্ঞানের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল বিগত একশ বছরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বদল হওয়ার ফলে জ্ঞানকাণ্ডটি তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। সে জন্য এটির পুনরুদ্ধার (recapture) করা দরকার। ১৯৬৯ সালে হাইমস্ যেখানে জ্ঞানকাণ্ডটির 'পুনরুদ্ভাবনে' সরব ছিলেন, ফক্স ও তার সহযোগীদের বক্তব্য হচ্ছে এথনোগ্রাফী রচনায় নৃবিজ্ঞানীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ জরুরী। ক্লিফোডদের এথনোগ্রাফির খণ্ডিত সত্য এবং দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানের আদলে 'বস্তুনিষ্ঠ' এথনোগ্রাফি তৈরী করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা উচিতও নয়।

'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরা মাঠকর্মের রাজনীতি এবং টেক্সট এর রাজনীতি সম্পর্কে যে বক্তব্য দেন তা তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু টেক্সটকে কেন্দ্র করে স্থান, কাল এবং গবেষকের নিজস্ব রাজনীতি তা উপেক্ষা করে (আহমেদ, ২০০২)। কারণ, একজন নৃবিজ্ঞানী, 'উত্তর-আধুনিক' অথবা 'অ-উত্তর-আধুনিক' যিনিই হন কেন তার চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উত্তরাধিকার সমভাবে পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত নিয়মকানুন দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানীরাও পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানের প্রত্যয়গত উপকরণ (toolkit) এর মধ্য থেকে বিকল্প এথনোগ্রাফি রচনার প্রস্তাব দেন যা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

ফক্স সম্পাদিত গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লীলা আবু লুগধ এর 'Writing Against Culture' প্রবন্ধটি। লীলা আবু লুগধ এর বক্তব্য হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের চিরায়ত বহুল আলোচিত প্রত্যয়, 'সংস্কৃতি'কে পরিত্যাজ্য করতে হবে। কারণ এই প্রত্যয়টি যেমন সমরূপতা তৈরী করে সমভাবে অন্যতাও তৈরী করে। প্রত্যয়টি বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী ভেদাভেদকে গুলিয়ে ফেলে। লীলা আবু লুগধ স্বতন্ত্র নারীবাদী নৃবিজ্ঞানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন কারণ তাঁর মতে নারীবাদী নৃবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞানের খণ্ডিত রূপ। এখানেও পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানের প্রত্যয় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারা অক্ষুণ্ন রেখেই সাদাকালো, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কিংবা ধনী-গরিব, পুরুষ-নারী বৈষম্য ঘোচাতে চায়।

মোটা দাগে বলা যায় যে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের জন্য ফক্স ও তার সহযোগীরা বলেন যে 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানিদের প্রথাগত নৃবিজ্ঞান থেকে বেরিয়ে আসার যে 'Reimagining' প্রস্তাবনা তা সমস্যার সমাধান করে না। কারণ কেবল টেক্সটের রাজনীতি নয় নৃবিজ্ঞানিকে তার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও কাজ করতে হয়। যার দ্বারা তারা প্রভাবিত কিন্তু নিয়ন্ত্রনের উর্দ্ধে। সে জন্য 'Reimagining' ভাবনাজগতে বিচরণ নয় বরং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতনির্ভর অবস্থায় থেকে নৃবিজ্ঞানকে 'Recapture' করতে হবে। কিন্তু ফক্স ও তার সহযোগীদের প্রস্তাবিত, নৃবিজ্ঞানকে 'পুনরুদ্ধারের' যে বিকল্প প্রস্তাবনা তা কতক সমস্যা তৈরি করে। বিকল্প প্রত্যয় দেশ ও কাল ভেদে, কিংবা সংস্কৃতি ভেদে তার স্বরূপ কি হবে তা অনুচ্চারিত থেকে যায়। এই সমস্যার সমাধান কি হতে পারে?

১৯৯৫ সালে রুথ বেহার ও ডেবোরা গর্ডন সম্পাদিত Women Writing Culture গ্রন্থটি নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী ধারার নতুন ধাক্কা এবং নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। গ্রন্থটি কতকগুলো প্রশ্ন হাজির করে- নৃবিজ্ঞানের নারী রচয়িতা বলতে কি বোঝায়? নারী নৃবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ পুরুষকেন্দ্রিক নৃবিজ্ঞানীদের থেকে ভিন্ন হতে পারে কিনা? এথনোগ্রাফিক চর্চা কোনভাবে নারীবাদীদের বিশেষত্ব বহন করে কিনা?

বেহার ১৯৯১ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য 'Women Writing Culture: 20th Century American Women Anthropologist' নামে যে কোর্স পড়াতেন তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে একটি কনফারেন্স করেন যার ফসল হচ্ছে 'Women Writing Culture' গ্রন্থটি। Writing Culture গ্রন্থটির ভূমিকায় ক্লিফোর্ড নারী নৃবিজ্ঞানীদের নৃবিজ্ঞান চর্চায়

অপ্রতুলতা ও অদক্ষতার অভিযোগ তুলেছেন তার প্রতিক্রিয়ায় সম্পাদকদ্বয়ের বক্তব্য হচ্ছে Writing Culture গ্রন্থটি কোনভাবে প্যারাডাইমের পরিবর্তনের নির্দেশনা নয় বরং নৃবিজ্ঞান চর্চায় কিভাবে ভিন্ন মডেল নির্মাণ করা যায় তারই প্রচেষ্টা। তারা যেমন বলেছেন যে তাদের প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'উত্তর-আধুনিকদের' সমালোচনা যার ভিত্তি হচ্ছে Writing Culture গ্রন্থ। পাশ্চাত্য দর্শনের পুরুষবাদী চিন্তার যে পদ্ধতি তার বিপক্ষে তাদের অবস্থান। তবে তারা দাবী করেন যে এটি কোনভাবে নারীবাদী নৃবিজ্ঞানের প্রতি সংবেদনশীল পুরুষদের বিপক্ষে নয়। একজন সম্পাদকের (গর্ডন) ভাষায়, 'We would run the risk of having our book dismissed (by men) as derivative- and now we here from the women about the same old thing (1995: 3)'।

Writing Culture গ্রন্থের ভূমিকায় ক্লিফোর্ড মন্তব্য করেছিলেন যে, নারী নৃবিজ্ঞানীরা নৃবিজ্ঞানে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি এবং এথনোগ্রাফি রচনায় নারীদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয় বলে মন্তব্য করেন। মূলত এ বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে Women Writing Culture এর বিভিন্ন লেখক মনে করেন যে, মিড এর এথনোগ্রাফি মূল ধারার নৃবিজ্ঞানের পাঠক ছাড়াও সাধারণদের মাঝে অনন্য হয়ে আছে। নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডকে 'সাধারণ' পাঠকের অনেকে মার্গারেট মিড এর সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মিড ছাড়াও বহু নারীবাদী যেমন রায়না র‍্যাপ, শেরী ওর্টনার, লীলা আবু লুগধ, হ্যানরিয়েটা মূর সহ বহু নারীবাদী নৃবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন[১৪]।

Writing Culture গ্রন্থটিতে মেরী লুইস প্র্যাট নামে একজন নারীর লেখা স্থান পেয়েছে। প্র্যাট একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রথাগত এথনোগ্রাফীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের এথনোগ্রাফিতে উপস্থাপন করা প্রসঙ্গে। Writing Culture গ্রন্থের ভূমিকায় ক্লিফোর্ড, প্র্যাট এর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে নৃবিজ্ঞানীদের হতে হবে উদ্ভাবনশীল, সংলাপ ও অভিজ্ঞতামূলক রচনায় পারদর্শী। এই ধরনের 'নয়া এথনোগ্রাফি' যদিও বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অসম সম্পর্ককে বিলুপ্ত করতে পারবে না কিন্তু নিজের পক্ষে 'অন্যকে' উপস্থাপন করার অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা সম্পর্কেও 'বি-ঔপনিবেশিককরনের' প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

নৃবিজ্ঞানে এথনোগ্রাফি রচনাশৈলী এবং পরিবেশনের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কিছুটা ভিন্নভাবে পরিসরগত নৃবিজ্ঞান চর্চার বিকল্প ঘরানার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এই বিকল্প 'উত্তরের বিপরীতে' 'দক্ষিনের নৃবিজ্ঞান' চর্চা বলে অনেকে মনে করেন।

৪. দক্ষিণের নৃবিজ্ঞান[১৫] চর্চা

স্টিবেন ক্রজ (১৯৯৭) নৃবিজ্ঞান চর্চার যে বিশেষ ধরনের ওপর গুরুত্ব দেন তাকে তিনি বলেছেন 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহ' (Anthropologies of South)। তিনি নৃবিজ্ঞান চর্চার 'উত্তর' কেন্দ্রিক ধারার কোন বিরোধী (anti northern anthropology) অবস্থান হিসেবে 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহ'কে প্রস্তাব করছেন না, বরং 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহের' চর্চা নৃবিজ্ঞানের একমাত্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার বিপরীত একটি অবস্থান। যার মধ্য থেকে নৃবৈজ্ঞানিক 'বিজ্ঞানের' 'সত্যিকারের' চর্চা নিশ্চিত হবে বলে তিনি মনে করেন। একই সাথে তিনি এও বলছেন যে এ ধরনের চর্চা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে যথার্থতার বিচারে অধ্যয়ন করতে পারবে।

ক্রজ 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহে'র চারটি বিশ্লেষণমূলক বিষয়কে (critical issues) এ ধরনের চর্চার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে ব্যাখ্যা করেন। এই চারটি বিশ্লেষণমূলক বিষয়ে প্রথমত তিনি জোর দেন নৃবিজ্ঞানের সাথে 'গবেষিতের' সংশ্লিষ্টতা ও ঘনিষ্টতার উপর। ক্রজ কেবল নৃবিজ্ঞানীর মাঠকর্মের ভৌগোলিক সংশ্লিষ্টতা নয় বরং ঐ গবেষণা কাজের প্রকাশনা ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দেন। ক্রজ এর ভাষায়,

> 'the physical closeness between the places where the empirical information is being collected and the places where this materials are being analyzed, discussed and the results of the research published, is important (Krotz,1997:244)'।

তিনি একই সাথে বহিরাগত 'গবেষকের' 'গবেষিতের' সাথে সম্পর্ক স্থাপন কেন্দ্রিক যে ঘনিষ্টতা এবং ভিন্ন সামাজিক- অর্থনৈতিক পরিসরে অবস্থান করা 'গবেষকের', 'গবেষিতে'র সাথে সম্পর্ক স্থাপন কেন্দ্রিক ঘনিষ্টতার বৈপরীত্য তুলে ধরেন। 'গবেষক' ও 'গবেষিতে'র আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভিন্ন হলে গবেষণার ফলাফলও ভিন্ন হতে পারে, যা সমরূপ অবস্থায় অন্যরকম হতে পারত বলে তিনি মনে করেন।

'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহের' 'গবেষক' ও 'গবেষিতের' অবস্থানগত ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পর বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এর ধারণাগত ও মূল্যায়নের দিকটির ওপর ক্রজ জোর দেন। তিনি উত্তরের দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দক্ষিণের জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার উপর সেই আধিপত্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। যার ফলে দক্ষিণের বিজ্ঞানচর্চা কিংবা সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সীমিত হয়ে পড়ে বলে তিনি মনে করেন। নিয়ন্ত্রনমূলক চর্চা হতে বের হয়ে এসে দক্ষিণের স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাতে ক্রজ জোর দেন। তিনি এই স্বতন্ত্র চর্চার মধ্য

দিয়ে 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞান সমূহে'র তৃতীয় বিশ্লেষণমূলক বৈশিষ্ট্য সামনে নিয়ে আসেন। উত্তরের নৃবিজ্ঞান চর্চা পশ্চিমা সভ্যতার ধারাবাহিকতা রচিত একটি জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে ক্রজ বিকল্প পরিবর্তনগুলো অনুসন্ধানের কথা বলেন। পশ্চিমা সভ্যতার আদলে 'নিরপেক্ষ' অবস্থানমূলক অধ্যয়ন নয় বরং বিকল্প পরিবর্তন গুলোতে নৃবিজ্ঞানীর নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলো প্রাধান্য পাবে। ক্রজ বলেন,

> `It is different to study cultural alterity from a position of neutrality or general respect for indigenous peoples in a faraway country and to be involved by these studies in the claims for rights of human groups of one's own country, whose legal recognition may affect the anthropologist's own social, political or even economic interests (Kortz, 1997:247)'।

ক্রজ 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহে'র চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করেন দক্ষিণের নিজস্ব পূর্বসূরী চিন্তার পুনুরুদ্ধারধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে। উত্তর আটলান্টিক সভ্যতার আদলে আঠারো ও উনিশ শতকে নৃবিজ্ঞান চর্চার যে এককেন্দ্রিক প্রাধান্য তৈরি হয় তা একই সাথে অন্য সকল ধরণের চর্চাকে প্রান্তিক করে তোলে। 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানসমূহ' তাদের নিজস্ব পূর্বসূরীদের পুনুরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে নিজস্বতাকে সম্মৃদ্ধ করবে। ক্রজ যাকে বলেছেন, `Rediscovering the own antecedents'। ক্রজ এর প্রস্তাবনা বিদ্যাজাগতিক আধিপত্যের বিপরীতে প্রান্তিক ভাবনাগুলোর সংগঠিত 'প্লাটফর্মের' প্রস্তাবনা। পশ্চিমা সভ্যতার সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতা। 'পশ্চিমা বিদ্যাজাগতিক' আগ্রাসনের এক ধরনের আবশ্যিকতা তৈরী করে। ক্রজ এই আধিপত্যের বিপরীতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভিন্ন প্রেক্ষিতগত অবস্থান, জ্ঞান চর্চার ধরনগত ভিন্নতারও দাবী রাখে। ক্রজ এর 'দক্ষিনের নৃবিজ্ঞানসমূহে'র চর্চা 'উত্তরের নৃবিজ্ঞান' চর্চার বিরুদ্ধে নয় তবে এই চর্চার স্বতন্ত্র স্থানিক ধরন কে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ক্রজ প্রস্তাবিত নৃবিজ্ঞান চর্চার দক্ষিণকেন্দ্রিক প্রবণতা, স্থানিক ধরনকে প্রাধান্য দেয়। এ ধরনের চর্চা স্থান ও ভৌগলিক পরিসরে নৃবিজ্ঞানকে বিভাজিত করে[১৬]।

দক্ষিণের নৃবিজ্ঞান 'উত্তরের আধিপত্যশীল' নৃবিজ্ঞানের বিপরীত ধারা যার প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি ডেল হাইমস, তালাল আসাদ ও এডওয়ার্ড সাইদ এর বিশ্লেষণে। 'তৃতীয় বিশ্বের' নৃবিজ্ঞান চর্চায় ল্যাটিন আমেরিকা সহ এশিয় সমাজে বিকল্প ধারা স্বল্প মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে নিম্ন বর্গের ইতিহাস চর্চায়

ইতিহাসকে একেবারেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'making history of local people' বিবেচনা করা হয়। তবে এর কতক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করি। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে O'Hanlon এর সমালোচনা সমর্থন করতে গিয়ে আসাদের বক্তব্য হচ্ছে নিম্নবর্গের ইতিহাসতত্ত্ব যে বিষয়টি উপেক্ষা করে তা হচ্ছে নিম্নবর্গের মানুষ নিজেরা কীভাবে সচেতন থেকে নিজেদের ইতিহাস তৈরি করে। তাঁর মতে কেবল মাত্র subject/agent কে বিকেন্দ্র (decentre) করণের সরকারি কর্তৃত্বের স্থলে অবদমিত মানুষের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করা যথেষ্ট নয় । এক্ষেত্রে আসাদ 'self-constituton' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। এ ধারণাটি কেবল ইতিহাসবিদ্যার বিষয় নয় বরং এটি উদারনৈতিক, মানবিক নীতি দ্বারা পরিচালিত। ধারণাটির মূল বক্তব্যই হচ্ছে 'চৈতন্য' নিয়ে। তিনি চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করছেন একটি অধিবিদ্যাগত প্রত্যয় হিসাবে যার মাধ্যমে একক সত্তাগত পরিচিতির বিভিন্ন অংশকে এক জায়গায় দাঁড় করানো। আসাদের নৃবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা প্রবন্ধের প্রথম অংশেও করা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল নৃবিজ্ঞানীর পরিচয় কেন্দ্রিক যে স্থানিক প্রস্তাবনা তা কিন্তু নৃবিজ্ঞান প্রকল্পের বাইরে নয়। প্রস্তাবিত বৈশ্বিক চর্চাতেও এই স্থানিকতাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি বৈচিত্রপূর্ণ নৃবৈজ্ঞানিক চর্চাকেও সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানিক চর্চার প্রস্তাবনার পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানে আধিপত্যশীল ধারার বিপরীতে বহুরৈখিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে বৈশ্বিক কাঠামোর সন্ধান করতে দেখা যায় রেসট্রেপো ও এসকোবারের আলোচনায়। দেখা যাক কি আছে সে প্রস্তাবনায়?

৫. বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞানের কাঠামো সন্ধান

সম্প্রতি রেসট্রেপো ও এসকোবার (২০০৫) প্রস্তাবিত 'বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান' নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের নানানমুখীন প্রবণতাকে একসূত্রে গ্রথিত করার দাবী করা হয়। নিকট ভবিষ্যতে নৃবিজ্ঞানের স্বরূপ কী হবে তার একটি সমালোচনাধর্মী প্রস্তাবনা এটি। নৃবিজ্ঞানের যে বহুমুখী অবস্থান এবং ঐতিহ্যের ধারণা আমরা গত প্রায় একশ বছরে পাই বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞনের মাধ্যমে আনুবিক্ষণিক অনুশীলন এবং ক্ষমতাসম্পর্কের বিচিত্রমুখী ধারা সমূহকে এক জায়গায় দাঁড় করাতে চায়। লেখকদ্বয় 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞান' চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দেশ কলম্বিয়া বংশোদ্ভূত কিন্তু মার্কিন নৃবিজ্ঞানের ঐতিহ্যে লালিত। তাদের দ্বিমুখী নৃবৈজ্ঞানিক অন্তঃপ্রবণতা থেকে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান ধারণার সূত্রপাত (Restrepo and Escobar, 2005: 103)। নৃবিজ্ঞানকে তারা দুই ভাবে দেখতে আগ্রহী। প্রথমটি হচ্ছে 'আধিপত্যশীল নৃবিজ্ঞানসমূহ' (Dominant

Anthropologies) এবং দ্বিতীয়টি 'অন্যতার নৃবিজ্ঞানসমূহ' (Anthropologies Otherwise)। তাদের মতে 'আধিপত্যশীল নৃবিজ্ঞান' হচ্ছে একক জ্ঞানতত্ত্বীয় বাস্তব ধারা। বিপরীতে অন্যতার নৃবিজ্ঞান হচ্ছে খণ্ডিত এবং যার রয়েছে বহুমুখী পরিসর। অন্যকথায় 'বাস্তব নৃবিজ্ঞান' যেটি একক হিসেবে ধরা হয় তার বিপরীতে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান বহুধা এবং বৈরী ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিসরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত। আধিপত্যশীল নৃবিজ্ঞানের ডিসকোর্স এবং অনুশীলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীদ্বয় মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফরাসি নৃবিজ্ঞানের বিদ্যাজাগতিক ঘরানায় নৃবিজ্ঞানের অপরিহার্যকরণ (essentialization) ঘটেছে। সে অর্থে এ ধরনের নৃবিজ্ঞানের বিশ্লেষণী ও রাজনৈতিক পরিসর বিশেষ জ্ঞান ও ক্ষমতা তৈরি করে, যার অধীনে থাকে নিম্নবর্গ বা অন্যতার নৃবিজ্ঞান। বিগত একশ বছরের নৃবিজ্ঞান চর্চার মধ্যে যে বৈচিত্র্য ভরপুর তা কিন্তু ঐতিহাসিকতা ও সাংস্কৃতিক নির্দিষ্টতার আলোকে 'উত্তরের' নিজস্ব ডিসকোর্স ও অনুশীলনের মাধ্যমেই নৃবিজ্ঞান বেড়ে উঠেছে। এই ডিসকোর্সের মধ্য দিয়েই নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রমুখী প্রবণতা তৈরি করেছে যার মধ্য দিয়ে অনেকটা ফুকোল্ডিয়ান কায়দায় বলা যায় 'Anthropology is a rule–govern system of utterances' যেটি পদ্ধতিগতভাবে 'তথ্য ' নির্মাণ করে (প্রাগুক্ত)।

অন্যদিকে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন/বিচলনের যে অসমতা তা ভাঙতে চায়। এটি এমন একটি নৃবৈজ্ঞানিক প্রকল্প যার মধ্যে থাকবে বহুবিধতা, বিকেন্দ্রীকতা এবং ঐতিহাসিকতা যার মাধ্যমে একক নৃবিজ্ঞানের আধিপত্য খর্ব করা হয়। সেদিক থেকে বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'towards a post–anthropological era, a moment beyond the dominance of dominant anthropologies.' (প্রাগুক্ত) উত্তর নৃবৈজ্ঞানিক যুগে রেসট্রেপো ও এসকোবার নৃবিজ্ঞানের বহুমুখী পরিবর্তন এবং পুনঃ পুনঃ সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন নৃবিজ্ঞান হচ্ছে প্রতিবর্তক জ্ঞানকাণ্ড। যেটি চিন্তাজগতে বিভিন্ন শাখা থেকে উৎসারিত। ফলত নৃবিজ্ঞান প্রতিটি যুগে যে সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে তা গ্রহণ করতে উৎসাহী এবং বৈশ্বিক পরিসরে বৈচিত্রমুখী আন্তর্জাতিক স্বরসমূহকে (voices) বিবেচনায় এনে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিসর তৈরি করতে চায়। রেসট্রেকো ও এসকোবার প্রস্তাবিত নৃবিজ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে 'A multi centered field in a polycentric world' (Restrepo and Escobar, 2005: 119)।

৬. শেষ কথা?

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় নৃবিজ্ঞানের একশো বছরের যে দৃষ্টিভঙ্গিগত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তার থেকে শেষ কথায় উপনীত হওয়া কঠিন। যে 'অন্যতা' দিয়ে নৃবিজ্ঞানের শুরু এবং সে 'অন্যতা' অতিক্রমের যে প্রচেষ্টা আমরা দূর অতীতে লক্ষ্য করি তা নিকট ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যে বঙ্কিমতার মধ্যে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ১৯৬৯, ১৯৭৩, ১৯৮৬ সালে আমরা লক্ষ করি তাতে নৃবিজ্ঞান মূলধারার কখনও খণ্ডিত, কখনও উপ-খণ্ডিত কিংবা টুকরো টুকরো নৃবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টবাদী দর্শন কেন্দ্রিক নৃবিজ্ঞান, সমালোচনামূলক নৃবিজ্ঞান কিংবা 'উত্তর-আধুনিক' নৃবিজ্ঞানের আবরণে নারীবাদী, 'উত্তর-উপনিবেশবাদী' কিংবা 'দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানের' প্রস্তাবনাগুলো নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বিশিষ্টতা।

পুরো প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে কতক তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষণ বা ঘটনার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। বিভিন্ন সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে এই জ্ঞানকাণ্ডটিকে হোঁচট খেতে হয়েছে। এমনকি পরিবর্তিত হয়েছে নৃবিজ্ঞান 'আদিরূপ'। কারও কারও মতে 'উত্তর-আধুনিক'-পূর্ব নৃবিজ্ঞান এবং 'উত্তর-আধুনিক'-পরবর্তী নৃবিজ্ঞান দ্বিমাত্রিক অভিঘাতের জন্ম দিয়েছে। একেবারে আর্ন্তজাতিক পরিসর থেকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডটি বিভাজিত। এই বিভাজনের মধ্যে একটি সমন্বয়মূলক অপর ধারা আমরা লক্ষ করি 'বৈশ্বিক নৃবিজ্ঞান' প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে। এ ধরনের প্রস্তাবনা শেষ নয়। কারণ বিগত প্রায় একশ বছরে নৃবিজ্ঞান চর্চায় যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রেক্ষিত।

আমরা দেখার চেষ্টা করেছি নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। গত প্রায় একশ বছরের তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষণসমূহ পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই একটি অপরটির বিকল্প হিসেবে আসেনি। বরং বলা চলে প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত রয়েছে। কারণ ভাবাদর্শ শূন্য থেকে আসেনা। এর রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। যেমন করে যোগ হয়েছিল ম্যালিনোস্কিয়ান কালে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টবাদের প্রভাব কিংবা আশির দশকের উত্তর আধুনিক চিন্তা। প্রতিটি সময়ই নৃবিজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন ধারণা কিংবা চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে যা একই সাথে তৈরি করেছে জ্ঞানকাণ্ডটির বিবিধতা। এই বিবিধতা জ্ঞানকাণ্ডটিতে বহুমুখীনতার জন্ম দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

টীকা ঃ

১ নৃবিজ্ঞানের 'সংকট' বিষয়ে লিখতে গিয়ে লেখকদ্বয় নিজেরাই 'সংকটের' মুখোমুখি হন দ্বিবিধ অর্থে। প্রথমতঃ নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকাণ্ডের দীর্ঘ ইতিহাসকে একই সূত্রে গ্রথিত করে উপস্থাপন করা এবং দ্বিতীয়তঃ এই সংকটের অনুষঙ্গী হিসেবে নৃবৈজ্ঞানিক বিদ্যাজগতে যে বিস্তর লেখালেখি জার্নাল, গবেষণা এবং বিতর্কসমূহ চালু রয়েছে তাকে বাছাই করা। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসর বিবেচনা করে আমরা মোটা দাগে প্রায় একশ বছরের ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ নৃবিজ্ঞানের ক্ষণ (moment) সমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। কোন একটি নির্দিষ্ট সমাধানের পথে না গিয়ে সংকটের শুরু এবং তৎপ্রসূত উত্তরণের ঘরানাসমূহকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। পাঠক আমাদের এই লেখাটি নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডকেন্দ্রিক বিতর্কসমূহ নিয়ে লেখার ধারাবাহিক পরিকল্পনার প্রথম লেখা। পরবর্তী কালে বিতর্কগুলোর ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের ধারাবাহিক লেখার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

২ নৃবিজ্ঞান বলতে আমরা জ্ঞানকাণ্ডটির বিভিন্ন উপশাখা সমূহ যার ভিত্তিমূলে রয়েছে এথনোলোজি/ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (তথাকথিত ইউরোপীয় এথনোলজি সহ), প্রাক্ ইতিহাস /প্রত্নতত্ত্ব, এথনোহিস্ট্রি / নৃবৈজ্ঞানিক ইতিহাস, জীব নৃবিজ্ঞান এবং নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাবিদ্যা কে বোঝাচ্ছি।

৩ নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে নানা সময়ে প্রবণতাগুলো জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় নতুন মাত্রা বা বিতর্ক নিয়ে এসেছে। একই সাথে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে গত প্রায় একশ বছরে উত্থাপিত নৃবিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন কিংবা বিতর্কের সংখ্যাও কম নয়।

৪ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন জহির আহমেদ ও রাশেদা রওনক খান (২০০৫) এর 'এডওয়ার্ড সাঈদ ও নৃবিজ্ঞান: একটি নিরীক্ষণ' (সমাজ নিরীক্ষণ-৮৮:২৯-৪০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিত) লেখাটি।

৫ 'উত্তর-আধুনিকতা' এবং 'উত্তর কাঠামোবাদ' দৃষ্টিভঙ্গি দুটো যে আলাদা, সে ব্যাপারে আমরা সচেতন। তবে অনেকের মতো আমরাও এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গিকে পরস্পর পরিপূরক / সমার্থক হিসেবে দেখতে আগ্রহী। কারণ কেউ জানে না যে 'প্রকৃত' অর্থে 'উত্তর-আধুনিকতা' কি? যেমন Fabian (১৯৯৪:১০৩) 'উত্তর-আধুনিকতা' প্রত্যয়টি ব্যবহারে অপরাধবোধে ভোগেন। তবে সদর্থক ও নঞর্থক যে অর্থেই 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' ব্যবহার হোক না কেন নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৬ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Hastrup (1995), Nencel and Pels (1991)। এদের যুক্তি হচ্ছে 'উত্তর-আধুনিক' চিন্তা নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডটির ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নড়বড়ে করে দেয়।

৭ এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন B. Morris (1997) 'In Defence of Realism and Truth: critical reflections on the anthropological followers of Heidegger' যা Critique of Anthropology জার্নালের Vol.17, (3) প্রকাশিত (SAGE Publications, London) পৃ. নং ৩১৪-১৬।

৮ 'Rice Circle'- এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে Writing Culture(Clifford and Marcus, 1986); Anthropology as Cultural Critique (Marcus and Fischer, 1986); The Predicament of Culture (Clifford, 1988) ও The Unspeakable (Tyler,1987)।

৯ বলা হয়ে থাকে স্টিফেন সম্ভবত একমাত্র নৃবিজ্ঞানী 'উত্তর-আধুনিক' এথনোগ্রাফি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। কিন্তু ক্লিফোর্ড নিজে তার Writing Culture - এর ভূমিকায় বলেন যে আমরা কেউই এখনও 'উত্তর-আধুনিক' এথনোগ্রাফি চর্চা করতে পারছি না। বিস্তারিত দেখুন : Writing Culture এর Introduction ও একই ভাবে টাইলর বলেন `.......it does not yet exist and probably never will দেখুন Robert Pool (1991) Postmodern ethnography, Critique of Anthropology pp 310, vol 11 (4)

১০ অনেক মতে বাস্তববাদ হচ্ছে অধিবিদ্যাগত নীতিমালা, জাগতিক বিশ্বে কি বিরাজ করে এবং ঐ বিশ্ব কিভাবে গঠিত হয় তা নিয়ে বাস্তববাদ আলোচনা করে। Hastrup (1995) এর মতে বাস্তববাদ জ্ঞানের তত্ত্ব বা সত্য নয় এটি হচ্ছে সত্তা। প্লেটোর মতে ভাব হচ্ছে বাস্তব আর দেকার্তের মতে পরিবর্তনশীল ইগো হচ্ছে বাস্তব। ইকোফেমিনিস্টদের মতে দেবীমাতা হচ্ছে বাস্তব।

১১ এথনোগ্রাফি রচনায় নৃবিজ্ঞানীর এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টি গোচরীভূত হয় পল রাবিনোর (১৯৭৭) 'Fieldwork in Morocco' বর্ণনায়। রাবিনো বলেন তার মাঠকর্ম পরিচালনার সময় কিভাবে তিনি এবং তার স্ত্রী মরোক্কো পৌছান এবং কীভাবে বিভিন্ন ধরনের অভিঘাতের মুখোমুখী। রাবিনো নিজেই বলেন যে ভূমিকাতে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। মূলত গবেষক ও গবেষিতের যে সমতাসূচক উপস্থিতি টেক্সট এ থাকতে হয় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরবর্তীতে রাবিনো বিষয়টিকে বোঝাতে চান।

১২ দৃষ্টবাদী (Positivist) প্যারাডাইম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করার একটি মডেল। বস্তু নিরপেক্ষতার মধ্যে দিয়ে যে কোন সমাজ গবেষণা পরিচালন করা জরুরী। তথ্যকে নির্লিপ্ত ভাবে একজন গবেষক কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একটি সাধারণীকরনে পৌছান। গবেষক ও গবেষিতের সম্পর্ক থাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ। গবেষণা কে অনুসন্ধান করতে হয় একটি পদ্ধতিগত উপায়ে। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদী গবেষণা বা দর্শনে প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আলোচিত হয়ে থাকেন। সমাজতত্ত্বকে তিনি বিজ্ঞানের সাথে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেন এবং সমাজতত্ত্ব কে জ্ঞানের চূড়ান্ত ধাপ Positivism হিসেবে উপস্থাপন করেন।

১৩ এই পুরো বিষয়কে আত্ম-প্রবর্তিত (self-reflexive) এথনোগ্রাফি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ ধরনের এথনোগ্রাফি রচনায় খেয়াল রাখতে হয় 'গবেষক' ও 'গবেষিতের' সংলাপ নির্ভর মতামত, এছাড়া ঐ গবেষণার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়। যাকে 'polyvocal', 'polyphonic', 'multivoice' বলা হয়ে থাকে।

১৪ নৃবিজ্ঞানে নানা সময়ে আলোচিত বিভিন্ন রচনা একটি আর একটি প্রতিউত্তর হিসেবে এসেছে যা একই সাথে নৃবিজ্ঞানে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭৪ সালে Rosaldo, M. and

Lampher, L. সম্পাদিত Women, Culture and Society, গ্রন্থটি Man, Culture and Society (1971) গ্রন্থের প্রতিউত্তর। তেমনি Writing Culture গ্রন্থের প্রতিউত্তর হচ্ছে Women Writing Culture এবং পরবর্তীতে Anthropology of Women বা Feminist Anthropology-র জন্ম।

[১৫] স্টিবেন ক্রজ, ১৯৯৭ এ দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করেন। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে উথাপিত এ প্রস্তাবের মত আরো কতক নৃবিজ্ঞানের প্রস্তাবনা আমরা লক্ষ্য করি। যেমন- 'indigenous' or 'native' anthropologies (Fahim and Helmer, 1980; Narayan, 1995), 'peripheral anthropologies' (Cardoso de Oliveria, 1999/2000), or 'anthropology with an accent' (Calderia,2000)। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বিষয়ক প্রস্তাবণা এ ধারাকে সমৃদ্ধ করে। ক্রজ তাঁর আলোচনা অনেক বেশি নৃবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ধরণকে গুরুত্ব দেয়ায়, দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানের চর্চা বিষয়ক আলোচনা ক্রজের আলোচনাকে নিয়ে আসা হল।

[১৬] অধ্যয়নের বিষয়বস্তু, রচনাপদ্ধতি সংক্রান্ত বির্তক নৃবিজ্ঞানে নানা সময়ে যেমন আলোচিত তেমনি এ বির্তকগুলোর সাথে আলোচিত হয়ে আসছে নৃবিজ্ঞানীর পরিচয়, নৃবিজ্ঞান চর্চার এলাকাগত ভিন্নতা। ইসলামিক নৃবিজ্ঞানের প্রস্তাবনায় আধিপাত্যশীল নৃবিজ্ঞানের প্রত্যয়গত ধারণার বিপরীতে নতুন ধরণের প্রত্যয় আলোচিত হচ্ছে। দক্ষিণের নৃবিজ্ঞানের যেভাবে আধিপাত্যশীল নৃবিজ্ঞানের বাইরে স্থানীক চর্চাকে গুরুত্ব দেয়, ইসলামিক নৃবিজ্ঞান এধরণের একটি ধারাবাহিকতায় নৃবিজ্ঞানের প্রত্যয়গত বিষয়গুলোতে প্রস্তাবনা নিয়ে আসে। আকবর আহমদের (২০০৪) এরকম একটি প্রস্তাবনায়, ইসলামের নৃবিজ্ঞানের নিজস্ব প্রত্যায়াবলী ও পদ্ধতিমালার ব্যবহার এ গুরুত্ব দেন। যেমন -ইংরেজী 'brotherhood' প্রত্যয়টি ভ্রাতৃত্বের কথা বললেও 'উম্মা' প্রত্যয়টি সুগভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। তেমনি ইংরেজি 'solidarity' প্রত্যয়টি সংহতিসূচক হলেও ইবনে খালদুন ব্যবহৃত 'আসাবিয়া' প্রত্যয়টি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আসাবিয়া সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্ক, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি উপাদানকে ইসলামের সাথে একসূত্রে গ্রথিত করে। সুতরাং ডুর্খেইমের 'solidarity' প্রত্যয় এর সাথে খালদুনের আসাবিয়া প্রত্যয় মুসলিম ধর্মীয় ব্যবস্থা বুঝতে অনেক বেশি ভিন্নতা তৈরি করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

বেশ কিছু দিন ধরেই নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা শুরু করি। আমাদের ভাবনায় অনেক বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী চিন্তার খোরাক যোগায়। তন্মধ্যে বিভাগীয় সহকর্মী জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চতুর্থ বর্ষের সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারা শীর্ষক কোর্স পড়াতে গিয়ে জহির আহমেদ নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় সংকট বিষয়ক এ রকম একটি লেখার তাগিদ বোধ করেন। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাদের সাধুবাদ জানাই। প্রবন্ধের রিভিউয়ারের মূল্যবান মন্তব্য এ লেখাটির পরিমার্জনায় ভূমিকা রাখে। এজন্য আমরা রিভিউয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন পরামর্শের জন্য সম্পাদনা পরিষদের সুদের বোঝাও কাঁধে রইল।

তথ্যসূত্র:

আহমেদ, জহির ও খান, রাশেদা রওনক (২০০৫) "এডওয়ার্ড সাঈদ ও নৃবিজ্ঞান: একটি নিরীক্ষণ" *সমাজ নিরীক্ষণ*-৮৮: ২৯-৪০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

Abu-Lughod, Lila (1991) "Writing against Culture", in Richard Fox (ed.) Recapturing Anthropology, Santa Fe: School of American Research Press.

Ahmed, Akbar S. (2004) Post modernism and Islam: Predicament and Promise (Revised edition), United Kingdom.

Ahmed, Zahir (2002)"Revisiting the politics of fieldwork: experience from Bangladesh" in S.M.Nurul Alam (ed.) Contemporary Anthropology: theory and practice, UPL, Dhaka.

Asad, Talal (1973) "Introduction", in Talal Asad (ed.) Anthropology and Colonial Encounter, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

Asad, Talal (1993) Genealogies of Religion, The John Hopkins University Press

Behar, Ruth and Deborah Gerdon (eds.) (1995) Women Writing Culture, Berkeley: University of California Press.

Cardoso de Oliveria, Roberto (1999/2000) "Peripheral Anthropologies "Versus' Central Anthropologies", *Journal of Latin American Anthropology* 4(2):5 (1):10-30.

Calderia, Teresa (2000) City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in Sao Paulo. Berkley: University of California Press.

Clifford, James and George Marcus (eds.) (1986) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley: University of California Press.

Fabian, Johannes (1994) 'Ethnographic Objectivity Revisited' in A. Megill (ed.) Rethinking Objectivity. Durham: Duke University Press.

Fahim, Hussein and Katherine Helmer (1980) 'Indigenous Anthropology in Non-Western Countries: A Further Elaboration', *Current Anthropology* 21(5): 644-63.

Fox Richard G. (ed.) (1991) Recapturing Anthropology: Working in the Present, Santa Fe, NM: School of American Research Press.

Grimshaw, A. and Hart, K. (1993) Anthropology and the Crisis of Intellectuals, Prickly Pear Press.UK.

Hastrup, K. (1995) A Passage to Anthropology, London: Routledge.

Hymes, Dell (1969) *Reinventing Anthropology*. New York: Pantheon.

Krotz Esteban (1997) Anthropology of the South: Their rise, their silencing, their characteristics in Critique of Anthropology. Vol.17, (3), SAGE Publications, London

Marcus, George and Michael Fischer (1986) Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago: Chicago University Press.

Morris, Brian (1997) 'In Defence of Realism and Truth: critical reflections on the anthropological followers of Heidegger,' in *Critique of Anthropology*. Vol.17, (3), SAGE Publications, London

Narayan, Kirin (1993) 'How Native is a "Native" Anthropologists?', *American Anthropologist* 95 (3):671-82.

Nencel, L. and R. Pels (1991) Constructing Knowledge, London: Sage.

Pool Robert (1991) Postmodern ethnography in *Critique of Anthropology* vol 11 (4) SAGE Publications, London

Rabinow, P. (1977) *Reflections on Fieldwork in Morocco*. Berkeley: University of California Press.

Restrepo Eduardo and Arturo Escobar (2005) 'Other Anthropologies and Anthropology Otherwise: Step to a World Anthropologies Framework' in *Critique of Anthropology*, Vol 25 (2), SAGE Publications, London

Spencer, J. (1989) "Anthropology as a kind of writing." *Man: The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 24(1): 154-64.

Said, E. (1978) Orientalism, London: Penguin

Said, E. (1989) Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors, *Critical Inquiry*, vol.15

Said, E. (1993) Culture and Imperialism, New York: Knopf.

Sangren, P. Steven (1988) 'Rhetoric and the Authority of Ethnography' in *Current Anthropology,* Vol. 29, No. 3: 277-306.

Shapiro, Harry Lionel (Ed) (1971) *Man, Culture, and Society,* Oxford University Press.

Ulin, Robert C. (1991) 'Critical Anthropology Twenty Years Later: Modernism and Postmodernism' in *Critique of Anthropology*, SAGE, London, Newbury Park and New Delhi Vol. 11 (1): 63-89.